বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়,

সংস্কারমূলক সৃজনশীল সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে যে সকল উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে তার তালিকা

১	সংস্কার/উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী অফিসের নাম	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (মূল বিষয়বস্তু, এটি কী সংক্রান্ত, বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা, বাস্তবায়নের উপকারিতা ইত্যাদি ২৫০শব্দের মধ্যে)	TCV
১	২	৩	৪	৫
১.	BEFTN এ কল্যাণ সুবিধার অর্থ প্রেরণ http://apps.ngte-weifaretrust.gov.bd/	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট	বেসরকারী এমপিও ভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের কল্যাণ সুবিধার অর্থ BANGLADESH ELECTRONIC FUNDS TRANSFER NETWORK (BEFTN) SYSTEM এর মাধ্যমে 24 ঘন্টায় শিক্ষক কর্মচারীগণের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের SALARY ACOUNTS প্রেরণ করা হয়। কম সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক শিক্ষক কর্মচারীগণের টাকা প্রেরণ করা যায়। পূর্বে কল্যাণ সুবিধার অর্থ চেকের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য নিম্নলিখিত কাজ গুলি করা হত : ১। প্রত্যেক শিক্ষক কর্মচারীর জন্য ১ পাতা চেক ইস্যু করা। ২। অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা চেক লেখা। ৩। প্রত্যেকটা চেকের পাতায় অফিস প্রধান (সচিব) ও ভাইস-চেয়ারম্যানের (মহাপরিচালক, মাউশি) যৌথ স্বাক্ষর করা । চেকের সাথে একটি করে চিঠি ইস্যু করা। ৪। শিক্ষক-কর্মচারী নাম, টাকা অংক, চেক নাম্বার, ইস্যুর তারিখ, শিক্ষক-কর্মচারী ইনডেক্স নম্বর, আবেদন জমার সিরিয়াল নাম্বার, উল্লেখসহ শিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠান প্রদানর বরাবর ডাকে প্রেরণ। ৫। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডাকঘর না থাকায় বা দুর্গম হওয়ায় সময়মত চেক প্রদানে বিলম্ব হওয়া ও চেকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া। ৬।এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন শিক্ষক কর্মচারীর কল্যাণ সুবিধার চেক পাওয়ার পর তার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিয়ে ১৫ হতে ২০ দিন অপেক্ষা করা। ৭। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ম্যানুয়ালি ১জন শিক্ষক কর্মচারীর জন্য চেক, খাম, চিঠি ও জার্নাল লেখা এবং স্বাক্ষর করাসহ প্রায় ৩ মাসের অধিক সময় ব্যয় হতো। BEFTN কল্যাণ সুবিধার অর্থ প্রেরণ HTTP://APPS.NGTE-WEIFARETRUST.GOV.BD/ BEFTN পদ্ধতি চালু হওয়ায় চেক লেখার প্রয়োজন হয় না। অধিক সংখ্যক শিক্ষক কর্মচারীর টাকা একটি এডভাইসে এবং এক্সেলশীটের মাধ্যমে যৌথ স্বাক্ষরে বিনা খরচে ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক দ্রুততম সময়ের মধ্যে শিক্ষক কর্মচারীদের স্ব স্ব হিসাব নম্বরে প্রেরণ করায় কাজটি সহজ হয়েছে। সর্বোপরি সেবাটি ডিজিটালাইজেশনের ফলে কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। BEFTN পদ্ধতি চালু হওয়ায় কম সময়ে দ্রুত অধিক সংখ্যক শিক্ষক কর্মচারীর কল্যাণ সুবিধার অর্থ প্রেরণ ও শিক্ষক কর্মচারীদের সময় ও ভোগান্তি লাঘবে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।	পূর্বের সময়: ৩০ দিন খরচ: ৩০০০ টাকা ভিজিট: ৩ বার বর্তমানে সময়: ০৩দিন খচর: ২০০ টাকা ভিজিট: ০০
২	অনলাইন ব্যবস্থাপনায় কল্যাণ সুবিধার অর্থ প্রাপ্তির আবেদন http://apps.ngte-weifaretrust.gov.bd	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট এমপিও ভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা ঢাকায় ব্যাবেইস ভবনে অবস্থিত। অনলাইন অ্যাপস: http://apps.ngte-weifaretrust.gov.bd/ চালু করায় যেকোন স্থান হতে অনলাইনে কল্যান সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন করতে পারেন। সুবিধাজনক সময়ে যেকোন স্থান হতে অনলাইনে আবেদন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারায় বৃদ্ধ বয়সে অর্থ সাশ্রয়, সময় ও ভোগান্তি লাঘবে	

(মোঃ আবুল বাশার)
উপ পরিচালক
শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

			কার্যকর ভুমিকা রাখছে। ডিজিটালাইজেশন করার ফলে টাকা খরচ করে আবেদন জমা দিতে ঢাকায় আসতে হয় না। এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীগণ অবসর পরবর্তী কল্যাণ সুবিধা পাওয়ার জন্য চাকুরী জীবনের শুরু হতে শেষ পযর্ন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়ে কল্যাণ সুবিধা পাওয়ার জন্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট অফিসে এসে আবেদন জমা দিতে হতো। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ বিভিন্ন জেলা হতে ব্যানবেইস অফিস পযর্ন্ত আসতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় । অর্থাভাবে কল্যাণ সুবিধার আবেদন যথা সময়ে কার্যক্রম সম্পন্ন হতো না। দীর্ঘ সময় আবেদন পড়ে থাকায় শিক্ষক কর্মচারীদের প্রদত্ত অনেক ডকুমেন্ট নষ্ট হয়ে যেত। ফলে আবেদনকারীকে ভোগান্তিতে পড়তে হতো। যাচাই বাছাই সম্পন্ন হওয়া আবেদন সংরক্ষণ করার পর্যাপ্ত স্থান না থাকায় যেখানে সেখানে আবেদন পড়ে থাকতো। কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজে বিঘ্ন হতো। প্রতিনিয়ত নতুন আবেদন জমা পড়ায় অনিষ্পন্ন ও নিষ্পন্ন আবেদন মিশে যেতো যা পরে খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য হতো। বর্তমানে আবেদন কার্যক্রম অনলাইনভিত্তিক ডিজিটালাইজেশন হওয়ার পরে PAPER LESS হওয়ায় অফিসে কাজের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, আবেদন সংরক্ষণের বা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও নাই। আবেদনকারী ও অফিস কর্মকর্তা কর্মচারীদের সময় ও ভোগান্তি অনেক কমে গেছে। নিষ্পন্ন আবেদন ও অনিষ্পন্ন আবেদন যেকোন সময় অনলাইন হতে পাওয়া সম্ভব।	**পূর্বের** সময়: ৩০ দিন খরচ: ৪০০০ টাকা ভিজিট: ৩ বার **বর্তমানে** সময়: ০৩দিন খচর: ৪০০০ টাকা ভিজিট: ০০ বার
3.	**কল সেন্টার ও তথ্য সেন্টার** **02-41060709,** **02-41060710** school.ngte@gmail.com college.ngte@gmail.com madrasha.ngte@gmail.com	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট	আবেদন সংক্রান্ত যেকোন তথ্য জানার জন্য শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট দুইটি ফোন নাম্বার ও তিনটি ই-মেইলসহ একটি কল ও তথ্য সেন্টার খোলা হয়েছে, এছাড়াও http://www.ngte-welfaretrust.gov.bd/site/view/officerlist/- লিংক হতে এখানে সকল কর্মকর্তার ফোন নাম্বার দেয়া হয়েছে। আবেদন সংক্রান্ত যেকোন সমস্যার জন্য সপ্তাহে ৭দিন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের ফোন খোলা থাকে। তথ্য জানার জন্য ও আবেদন সংক্রান্ত কোনো জটিলতা হলে শিক্ষক কর্মচারীগণ স্বশরীরে অফিসে এসে তথ্য সংগ্রহ ও আবেদনের জটিলতা সমাধান করা হতো। বর্তমানের ডিজিটালাইজেশন হওয়ায় যেকোন স্থান হতে ই-মেইলে অথবা সফটওয়ারে ডকুমেন্ট আপলোড আবেদনের Status জানা সম্ভব হচ্ছে। এমতবস্থায় ভোগান্তি, অর্থ সাশ্রয় ও সময় কমে গেছে।	**পূর্বের** সময়: ০৫ দিন খরচ: ২০০০ টাকা ভিজিট: ২ বার **বর্তমানে** সময় : ০৩দিন খচর : ১০০ টাকা ভিজিট: ০০

(মোঃ আবুল বাশার)
উপ পরিচালক
শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়